কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ

কৃষি জমির আইলে বৃক্ষ রোপণ করে
ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

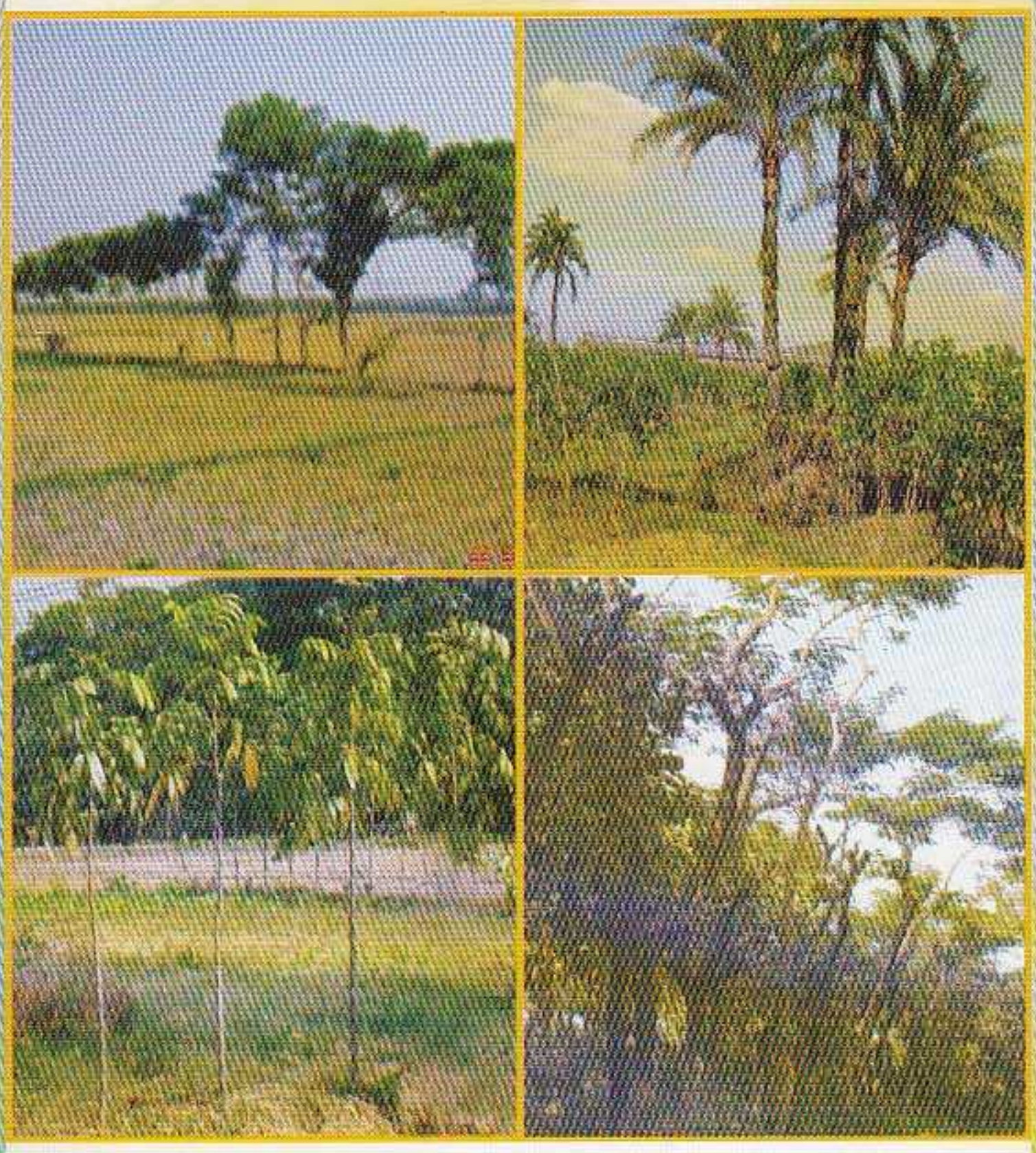

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিজ্ঞাতকরণ প্রকল্প

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

ষোলশহর, চট্টগ্রাম

আইলে বৃক্ষ রোপণ করব কেন?

- আইলের গাছ জমি শীতল রাখবে ও মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ, উর্বরতা এবং কৃষি শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বাড়াবে ।
- আইলের বৃক্ষ লুহাওয়া থেকে ভূমি ও ফসল বিনষ্ট হওয়া হ্রাস করবে।
- আইলে রোপিত বৃক্ষের ডালপালা ছেটে প্রয়োজনে পশু খাদ্য এবং জ্বালানী সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- সঠিক ভাবে ডালপালা ও শিকড় ছাটাই করে রাখলে আইলের বৃক্ষ ফসলের ক্ষতি করবে না, বরং পোকা-মাকড় ভোজী পাখির আশ্রয়স্থল হিসাবে কাজ করবে।
- বিপদে-আপদে গাছ বিক্রি করে এককালীন অর্থ পাওয়া যাবে।

আইলে রোপণোপযোগী বৃক্ষ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য

- দ্রুতবর্ধনশীল, বহুবিধ ব্যবহারোপযোগী, কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।
- ক্ষুদ্র, সরু, নরম, খাড়া ও সহজে পচনশীল পাতাবিশিষ্ট বৃক্ষ অগ্রাধিকারযোগ্য।
- লিগিউম জাতীয় ও ভালো কপিসিং ক্ষমতা সম্পন্ন বৃক্ষ প্রজাতি উত্তম।
- জ্বালালে আগুন ছিটকে পড়েনা ও ধোঁয়া কম হয় এরূপ প্রজাতির বৃক্ষ নির্বাচন করা যায়।
- খরা বা বন্যায় বেঁচে থাকার ক্ষমতা সম্পন্ন বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত।

আইলে রোপণোপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

১। প্লাবনমুক্ত ভূমির আইল

গাঙ্গেয় উচ্চভূমি, সমতল গড় উচ্চভূমি, পাহাড়ীভূমি এবং পাহাড়ের পাদদেশের সমতল উচ্চভূমি এর অন্তর্ভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

আকাশমনি, আম, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), কালাকড়ই, কাঁঠাল, কুরচি, কূল, খয়ের, খেজুর, গামার, গ্লিরিসিডিয়া, ঘোড়ানিম, চম্পা, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, তুন (পাইয়া, রঙ্গি), নারিকেল, নিম, পলাশ, পেয়ারা, বকফুল, বাবলা, বহাল, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমুল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি, হাইব্রিড একাশিয়া ইত্যাদি।

২। স্বল্পকালীন অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

পাহাড়ের পাদদেশের সমতলভূমি, নদীর খাড়া পাড়, গড় অঞ্চলের সমতল ভূমি এবং বসতভিটা এর অন্তর্ভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, কদম, কালোজাম, কালাকড়ই, খইয়াবাবলা (জিলাপী), খেজুর, জগডুমুর, জারুল, জিগা (কচা, ভাদি), তাল, তেলশুর, দেবদারু, মান্দার, মেন্দা (পিপুলটি), মেহগনি, রাজকড়ই, শিমুল, বার্মাশিমুল, শিশু, শীলকড়ই, সোনালু, সুপারি ইত্যাদি।

৩। জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ভূমির আইল

উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত ভূমি এর অর্ন্তভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল (তেলিকদম), উরমই, কদম, কালোজাম, কাঁকড়া, কেওড়া, খইয়াবাবলা (জিলাপী), খেজুর, ছইলা, জারুল, ঝাউ, তাল, নারিকেল, পশুর, বাবলা, মান্দার, শীলকড়ই, সুপারি, সনবলই, হিজল ইত্যাদি।

৪। অগভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

বর্ষায় সাময়িক ভাবে প্লাবিত হয় এরূপ সমতল ভূমি ও বাইদ কৃষি জমি এর অন্তর্ভূক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

কদম, কালাউজা, কাঁটামান্দার, গাব, জারুল, দেবদারু, পানিবিয়াস, পিটালি, পিতরাজ, বরুন, হিজল ইত্যাদি। সাধারণত বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে এ সমস্ত ভূমিতে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হলো এপ্রিল-মে অথবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

৫। গভীরভাবে প্লাবিত ভূমির আইল

মৌসুমী প্লাবনে এক মিটারের অধিক প্লাবিত ঢাকা, সিলেট, ফরিদপুর, পাবনা, খুলনার বিল অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত।

রোপণের উপযোগী বৃক্ষ প্রজাতি

কদম, কালাউজা, কেরং (করমজা), জারুল, তমাল, পানিবিয়াস, পিটালি, বরুন, মান্দার, হিজল ইত্যাদি। বর্ষায় প্লাবিত থাকে বলে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস বিল অঞ্চলের আইলে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

প্রাসংগিক তথ্য

- গরু-ছাগলের উপদ্রব ও বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য আইলে দেড় থেকে দুই মিটার (মানুষ সমান) উচ্চতা বিশিষ্ট বেশী বয়সের চারা রোপণ করা উচিত।
- পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারিত আইলে অন্ততঃ দুই মিটার অন্তর অন্তর কম ডালপালা বিশিষ্ট বৃক্ষ প্রজাতি যেমন, সুপারি, খেজুর, তাল, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি রোপণ করা যেতে পারে। অধিক ডাল-পালা বিশিষ্ট প্রজাতি তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার দূরত্বে রোপণ করা সঙ্গত।
- উত্তর-দক্ষিণে সম্প্রসারিত আইলে তিন থেকে চার মিটার অন্তর অন্তর গাছ রোপণ করা সঙ্গত। গাছ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শীতকালে প্রয়োজন মত ডালপালা ছেটে দিন।
- আইলে রোপিত চারাটি দুই মিটার পরিমান লম্বা হওয়ার পর থেকে পার্শ্ব-শিকড় ছেটে দেওয়া ভাল। এ জন্য এক বছর পর পর গাছের গোড়া থেকে ৩০ সে. মি. দূরত্বে ৫০ সে. মি. গভীর করে পার্শ্ব-শিকড় ছেটে দিতে হবে। শিকড় ছাটাইয়ের পর মাটি দিয়ে গর্ত ভরে দিন।
- গভীরভাবে প্লাবিত বিল অঞ্চলের ভূমির আইলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করা বাঞ্ছনীয়।
- জ্বালানী কাঠের জন্য ইউক্যালিপটাস, ইপিল-ইপিল, গ্লিরিসিডিয়া ইত্যাদি বৃক্ষ ৪-৫ বছর পর পর কেটে আহরণ করা সম্ভব। কর্তিত বৃক্ষের মোথা থেকে নতুন কুশি বা কপিস বের হয়ে নতুন কান্ডে রূপান্তরিত হবে। এরূপভাবে এসব প্রজাতির বৃক্ষ ৪-৫ বছর আবর্তে কপিস ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিকবার আহরণ সম্ভব।
- বৃক্ষ ছাড়াও জমির আইলে উপযোগিতা অনুযায়ী পেপে, শিম ও অন্যান্য সবজি চাষ করা যায়।

আইলের উপযোগী বৃক্ষের তালিকা ও বীজ সংগ্রহের সময়

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বীজ সংগ্রহের সময়
আকাশমনি	*Acacia auriculiformis*	জানুয়ারি-মার্চ
আম	*Mangifera indica*	এপ্রিল-মে
ইউক্যালিপটাস	*Eucalyptus camaldulensis*	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
ইপিল-ইপিল	*Leucaena leucocephala*	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
উরমই	*Sapium indicum*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
কদম	*Anthocephalus chinensis*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
কাঁটামান্দার	*Erythrina fusca*	মে-জুন
কালোজাম	*Syzygium cumini*	জুন-জুলাই
কালাউজা	*Ehretia serata*	নভেম্বর-ডিসেম্বর
কালাকড়ই	*Albizia lebbeck*	ফেব্রুয়ারি-মার্চ
কাঁকড়া	*Bruguiera sexangula*	জুন-জুলাই
কাঁঠাল	*Artocarpus heterophyllus*	এপ্রিল-জুলাই
কুরচি	*Holarrhena pubescens*	নভেম্বর-ডিসেম্বর
কুল	*Ziziphus mauritiana*	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
কেওড়া	*Sonneratia apetala*	জুলাই-সেপ্টেম্বর
কেরং (করমজা)	*Pongamia pinnata*	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
খইয়া বাবলা(জিলাপী)	*Pithecellobium dulce*	জুন-জুলাই
খয়ের	*Acacia catechu*	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
খেজুর	*Phoenix sylvestris*	জুলাই-আগস্ট
গাব	*Diospyros peregrina*	মে-জুন
গামার	*Gmelina arborea*	মে-জুন
গ্লিরিসিডিয়া	*Gliricidia sepium*	ফেব্রুয়ারি-মার্চ
ঘোড়ানিম	*Melia azedarach*	জুন-সেপ্টেম্বর
চম্পা	*Michelia champaca*	জুলাই-আগস্ট
ছইলা	*Sonneratia caseolaris*	অক্টোবর
জগডুমুর	*Ficus racemosa*	এপ্রিল-জুলাই
জারুল	*Lagerstroemia speciosa*	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
জিগা (কচা, ভাদি)	*Lannea coromandelica*	জুলাই-অক্টোবর
ঝাউ	*Casuarina equisetifolia*	এপ্রিল-মে
তমাল	*Diospyros montana* var. *cordifolia*	মে-জুন
তাল	*Borassus flabellifer*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
তেলশুর	*Hopea odorata*	মে-জুন

স্থানীয় নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	বীজ সংগ্রহের সময়
তুন(পাইয়া, রঙ্গি)	*Toona ciliata*	মার্চ-এপ্রিল
দেবদারু	*Polyalthia longifolia*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
নারিকেল	*Cocos nucifera*	বছরব্যাপী
নিম	*Azadirachta indica*	জুন-জুলাই
পলাশ	*Butea monosperma*	মে-জুন
পশুর	*Xylocarpus mekongensis*	জুন-জুলাই
পানিবিয়াস	*Salix tetrasperma*	এপ্রিল-মে
পিতরাজ	*Aphanamixis polystachya*	মার্চ-এপ্রিল
পিটালি	*Trewia nudiflora*	জুন-জুলাই
পেয়ারা	*Psidium guajava*	জুলাই-আগস্ট
বকফুল	*Sesbania grandiflora*	মে-জুন
বরুন	*Crataeva magna*	জুলাই-সেপ্টেম্বর
বাবলা	*Acacia nilotica*	মার্চ-মে
বহাল	*Cordia dichotoma*	জুলাই- আগস্ট
মান্দার	*Erythrina variegata* var. *orientalis*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
মেন্দা (পিপুলটি)	*Litsea monopetala*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
মেহগনি	*Swietenia macrophylla*	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
রাজকড়ই	*Albizia richardiana*	ফেব্রুয়ারি-মার্চ
শিমুল	*Bombax ceiba*	এপ্রিল-মে
বার্মাশিমুল	*Ceiba pentandra*	মে-জুন
শিশু	*Dalbergia sissoo*	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি
শীলকড়ই	*Albizia procera*	ফেব্রুয়ারি-মার্চ
সনবলই	*Thespesia populnea*	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
সোনালু	*Cassia fistula*	নভেম্বর-ডিসেম্বর
সুপারি	*Areca catechu*	নভেম্বর-জানুয়ারি
হাইব্রিড একাশিয়া	*Acacia* hybrid	জানুয়ারি-মার্চ
হিজল	*Barringtonia acutangula*	জুলাই-আগস্ট

পরিচালক

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭
ফ্যাক্স ঃ ০৩১-৬৮১৫৬৬
Email : director_bfri@ctpath.net

বিভাগীয় কর্মকর্তা

প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-২৫৮০৩৮৮
ফ্যাক্স ঃ ০৩১-৬৮১৫৬৬
Email : bfri_ttt@ctpath.net

Website : www.bfri.gov.bd